নবসাক্ষরে পড়ুয়াদের
মাসিক পত্রিকা

খবরাখবর

Reg. No. WBBEN / 1999 / 741 | সূচনা - সেপ্টেম্বর, '৯৪ | Postal Registration No. WB–BDN-03/2005

৬ষ্ঠ বর্ষ ১১তম সংখ্যা | ১লা জুলাই, ২০০৫ | আষাঢ় - শ্রাবণ - ১৪১২

কলকাতা পৌরনিগম ও বিধাননগর পৌরসভায় জয়ী বামফ্রন্ট উত্তরপাড়া-কোতরং এ তৃণমূলজোট

গত ২২শে জুন, ২০০৫ কলকাতা পৌরনিগম, বিধাননগর (সল্টলেক) পৌরসভা ও হুগলীর উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভায় নির্বাচন হয়। ২৪শে জুন এই তিনটি পৌরসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়। ফলাফলের ভিত্তিতে আগামী দিনে কলকাতা পৌরনিগম ও বিধাননগর পৌরসভা পরিচালনা করবে বামফ্রন্ট আর উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভা পরিচালনা করবে তৃণমূল জোট। উল্লেখ করা যায় নির্বাচনের আগে কলকাতা পৌরনিগম ছিল তৃণমূল জোটের দখলে। তিনটি পৌরসভা নির্বাচনের দলগত ফলাফল নীচে দেওয়া হল।

কলকাতা পৌরনিগম ঃ মোট আসন ১৪১, বামফ্রন্ট — ৭৫, তৃণমূল জোট — ৪৫, কংগ্রেস জোট- ২০, নির্দল — ০১

বিধাননগর পৌরসভা ঃ মোট আসন ২৩, বামফ্রন্ট — ১৮, তৃণমূল — ০৫

উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভা ঃ মোট আসন ২৪, তৃণমূল — ১৭, বামফ্রন্ট — ০৬, অন্যান্য — ০১

বার্ণপুরের ইস্কো কারখানা যুক্ত হয়ে গেল ভারতীয় ইস্পাত কর্তৃপক্ষ (সেল) এর সাথে

বার্ণপুরের ইস্পাত কারখানা যুক্ত হয়ে গেল ভারতীয় ইস্পাত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সেল এর সাথে। এই সংযুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারত সরকার। এই সংবাদ পৌঁছলে আসানসোল মহকুমা জুড়ে আনন্দের বান বয়ে যায়। সকল মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা খুবই খুশী। দীর্ঘ দিন ধরে বার্ণপুরের শ্রমিক কর্মচারীরা এই দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এক সময় বহু পুরনো বার্ণপুর ইস্পাত কারখানা প্রায় বন্ধ হবার মুখে এসে যায়। সরকার তখন এর ভার নেন। কিন্তু কারখানার আধুনিকীকরণ না হওয়ায় এবং অন্যান্য নানা কারণে এখানে লোকসানের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এর জেরে আসানসোলের বাজারও ছিল পড়তির দিকে। শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠনগুলি রাজনৈতিক মতের ভিন্নতা সত্বেও এক হয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। তাঁদের দাবি ছিল একটাই যে একে যুক্ত করে দেওয়া হোক সেল-এর সাথে। এতদিনে তাদের সেই দাবি মিটল। সকলের খুবই আশা যে কারখানাটি তার পূর্বের গরিমায় আবার ফিরে যাবে এবং এলাকার আর্থিক উন্নতিও হবে। এই ঘটনায় কুলটির বন্ধ কারখানার কর্মীরাও সুদিনের আশায় আছেন।

এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখলেন প্রথম বাঙালি মহিলা শিপ্রা মজুমদার

হিমালয় পর্বতমালার মাউন্ট এভারেস্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত চূড়া। এই চূড়ায় ওঠার জন্য দীর্ঘকাল থেকে পর্বত অভিযাত্রীরা চেষ্টা করে চলেছে। বহু অভিযাত্রী এখানে উঠতে গিয়ে জীবনও দিয়েছেন। ১৯৫৩ সালে এই চূড়ায় প্রথম পা দেওয়া দুজনের একজন ছিলেন ভারতের তেনজিং নোরগে। তারপর অনেক দেশী বিদেশী দল এই সফলতা পেয়েছে। এই চূড়ায় প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি পা রাখেন তাঁর নাম বাচেন্দ্রী পাল। সম্প্রতি একজন বাঙালি সামরিক অফিসার শ্রী সত্যব্রত দাম এই সাফল্য পেয়েছেন। এখন গর্ব করার মত আর একটি ঘটনা ঘটল। এক বাঙালি মেয়ে এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখলেন। তাঁর নাম শ্রীমতী শিপ্রা মজুমদার। তিনি সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মী। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার চোতপুর গ্রামে।

বর্ধমান জেলার নানা তথ্য সহ ওয়েবসাইট চালু হল

গত ৩০শে মে, ২০০৫ বর্ধমান জেলার নানা তথ্য সহ সরকারী ওয়েবসাইট চালু হল। এটির উদ্বোধন করেন শিল্প ও শিল্প পুর্নগঠন মন্ত্রী শ্রী নিরুপম সেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পঞ্চায়েত বিভাগের মন্ত্রী শ্রী সূর্যকান্ত মিশ্র, জেলা সভাধিপতি, জেলাশাসক সহ বিশিষ্ট জনেরা। এই ওয়েবসাইটে দেওয়া সব তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কেউ দেখতে পারবেন। এই ওয়েবসাইট চালু করতে সমস্ত রকমের কারিগরী সাহায্য দিয়েছেন জেলা শাসককরণে অবস্থিত জাতীয় সূচনা কেন্দ্র (ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার)। তাঁরাই বিভিন্ন বিভাগ হতে পাওয়া সকল তথ্য নিয়মিত সংশোধন ও সংযোজন করবেন। এই ওয়েবসাইটে একদিকে যেমন জেলার ইতিহাস, ভৌগলিক পরিস্থিতি, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, খনি, প্রশাসনিক নানা তথ্য থাকবে তেমনি নানাবিধ উন্নয়ন মূলক কাজের তথ্যও এতে থাকবে। এমনকি কৃষিজাত পণ্যের বাজারদর, কেউ কোন অভিযোগ জানালে তার কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং জমি জায়গা সংক্রান্ত নানা তথ্যও এই ওয়েবসাইটে নিয়মিত যোগান দেওয়া হবে।

সর্বশিক্ষা অভিযানে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়াতে জেলা জুড়ে মা-মেয়ে মেলা

সর্বশিক্ষা অভিযানে সাফল্য পেতে হলে ভর্তিযোগ্য সব বালিকার বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া জরুরী। শুধু বিদ্যালয়ে ভর্তিই নয়, লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তারা কমপক্ষে প্রারম্ভিক শিক্ষা লাভ করে। এই আন্দোলন সাফল্য পাবে যদি মায়েরা তাঁদের মেয়েদের লেখাপড়া, শরীর-স্বাস্থ্য, পুষ্টি প্রভৃতি দিকে আরও সচেতনভাবে নজর রাখে। মায়েদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এর আগেও জেলায় মা-মেয়ে মেলা হয়েছে। এই আন্দোলন থেমে নেই। জেলার বিভিন্ন স্থানে এমন মা-মেয়ে মেলা আবার সংগঠিত করা হোল।

এবারের প্রথম মেলাটি হল বর্ধমান জগৎবেড়ে কালাচাঁদতলা প্রাইমারি স্কুল মাঠে। উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, জেলা বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি সহ বিশিষ্ট জনেরা। মঙ্গলকোটের মা-মেয়ে মেলায় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি। এখানে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও হয়। জামালপুরের নবগ্রামে একইভাবে মা-মেয়ে মেলা সংগঠিত হয়। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি এখানে উপস্থিত ছিলেন। সবজায়গাতেই মা ও তাদের ছেলেমেয়ে সহ বহু সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মেলাগুলিতে জেলা স্যানিটেশন সেল ও ডি-আর-ডি-সি সেল প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করেন।

শতবর্ষের শ্রদ্ধা

পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু প্রসঙ্গে

[অমল বন্দ্যোপাধ্যায়]

প্রখ্যাত ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৩ সালে বলেছিলেন বাংলা ভাষার প্রায় ৪০ শতাংশ শব্দ এসেছে আর্যদের এদেশে আসার আগে যে মানুষজন এখানে বাস করতেন তাঁদের ভাষা হতে। সেকালে সাঁওতালি বা মুণ্ডারী গোষ্ঠীর মানুষজনই ছিলেন বেশি। তাঁদের সেই প্রাচীন ভাষার প্রভাব পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত ভাষায় এসে যায়। এরই ফলে এই শব্দ ভাণ্ডার চলে আসে বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি ভাষাতেও। পণ্ডিতজনের অনেকেই এই জাতীয় অভিমত সমর্থন করেন।

বর্তমান ভারতে এক কোটির উপর মানুষ সাঁওতালি বা মুণ্ডারি ভাষায় কথা বলেন। বাংলা ও ঝাড়খণ্ডে এই ভাষা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে—ভারতে ১৩তম স্থানে। ১৯২৩ সালের আগে এমন একটি ভাষার কোনও লিপি ছিল না একথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। একথা অনেকেই জানেন যে কালের গতিতে অনেক ভাষার চল হারিয়ে গেছে নানা কারণে। এর মধ্যে একটি অন্যতম কারণ হল লিপির অভাব। একটি ভাষার দীর্ঘ জীবনের জন্য সেই ভাষার লিপির অবশ্য প্রয়োজন।

শুধু তাই নয়, আঞ্চলিক লিপি যা নাকি সাঁওতালি ভাষার লেখ্যরূপ তা আবিষ্কার হওয়ার (১৯২৫) আগে এ ভাষা পড়ান হ'ত আঞ্চলিক ভাষায় কিংবা রোমক পদ্ধতিতে। তাতে না পাওয়া যেত এই ভাষার সঠিক ধ্বনিরূপ, ছন্দ বা ঝোঁক। ভাষার মধুরতাই অধরা থেকে যেত। তাছাড়া লিপির অভাবে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বা অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ব্যবহারে একই ভাষা খণ্ড খণ্ড হয়ে দেখা দিত বিভিন্ন স্থানের মানুষদের কাছে। ভাষা সংহতির বদলে বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ ঘটত বেশি। তখনই অবদমিত স্বরগুলি যা এই ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট তাও সঠিকভাবে প্রকাশ পেত না। সেই কারণে ভাবের দিক থেকে এবং স্পষ্টতার দিক থেকে ভাষা হয়ে পড়ত পঙ্গু। পড়ুয়ারা আগ্রহ হারাত। অন্ধকার কালোছায়া ঘিরে ফেলত তাঁদের। স্বাভাবিকভাবেই পেছিয়ে পড়ত এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা। ঘটেছেও তাই। অথচ এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, সৎ এবং সংযত চরিত্রের। মর্যাদা সম্পন্ন মানুষেরা বারবার অন্যায়ের বি(দ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন—নিজেদের আহুতি দিয়েছেন সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য। তাই ইতিহাস লেখে ১৮৫৫-৫৬র হুল বিদ্রোহের কথা—যা মহাবিদ্রোহ বল্লেও অত্যুক্তি(হয় না।

১৮৫৫ এর মহাবিদ্রোহের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ১৯০৫ সালের ৫ই মে রাতে ময়ূরভঞ্জ জেলার একটি পাহাড় জঙ্গল ঘেরা গ্রামে রঘুনাথের জন্ম হয়। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার আলোয় তখন চারিদিক থৈ থৈ করছে। ময়ূরভঞ্জ জেলা তখন ছিল একটি ছোট দেশীয় রাজ্য। গ্রামের নাম ভাণ্ডবোস (সাঁওতালি ভাষায় ডাহার ডি) বাবার নাম নন্দলাল, মা সলমা।

সাঁওতাল সমাজে ঠাকুর্দার নাম নাতির নাম হিসেবে রাখতে হয়—এমন প্রথার কারণে রঘুনাথের নাম ছিল 'চুনু'। ছোট বয়সে রঘুনাথের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তাই সমাজের পুরোহিত জাতীয় মানুষের নির্দেশে 'চুনু' নামের বদলি নাম রাখা হয় রঘুনাথ।

রঘুনাথ দুরন্ত স্বভাবের ছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু তাঁর ছিল এক অর্ন্তমুখী মন। গ্রাম থেকে তিন কিলোমিটার দূরে গান্তারিয়া ইউ পি স্কুলে প্রথমে ভর্তি হন, সেখান থেকে বহড়দা এম. ই স্কুল। যা নাকি গ্রাম থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে ছিল। দৈনিক রঘুনাথকে বাইশ কিলোমিটার হাঁটতে হত স্কুল যাতায়াতে। এই সব স্কুলে শি(ার মাধ্যম ছিল ওড়িয়া ভাষা। সেই ভাষায় পড়ান হত সাঁওতালি ভাষা। রঘুনাথ মনে করতেন এ অত্যন্ত অসম্মানজনক বিষয়। 'অনার্য', 'অসভ্য' এই শব্দগুলি তার কানে বিঁধত তীরের মত। বেদনায় (ব্ধ হতেন মনে মনে। তাঁর সম্পর্কে মামা সাওনা মুর্মুকে তার মনের কথা খুলে বল্লেন। সাওনা বল্লেন যতদিন পর্য্যন্ত সাঁওতালি লিপি না হচ্ছে—ততদিন অন্য ভাষায় সাঁওতালি পাঠ গ্রহণ করতে হবে। তাঁর কথায় এবং সহ শি(ক মদনমোহন বাবুর তদারকিতে বারিপদা হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ১৯২৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। প্রথম দিকে তার পড়াশুনায় আগ্রহ না থাকায়, চিত্রকলা ও অন্যান্য হাতের কাজে মন দেওয়ায়, স্কুল পরী(ায় ভাল ফল করতে পারেননি। এর মূল কারণ ছিল ভাষার ে(ত্রে লিপির অভাব। এ বেদনা তীব্র হতে থাকল তার মধ্যে। প্রাচীন ইতিহাস পড়ে জানতে পারলেন সুদূর অতীতেও মহেঞ্জদড়ো এবং হরপ্পা সভ্যতার কালে ভাষার প্রতীক চিহ(ব্যবহার করা হত শীলমোহরে। তিনি বিশ্বাস করতেন সুপ্রাচীন সাঁওতালি ভাষায় সেই রকম লিপি চিহ(থাকার সম্ভাবনা ছিল প্রবল।

সাঁওতাল সমাজে পুজো পার্বণে গো(র গায়ে চিহ(আঁকা হত ।। — যার অর্থ জোড়া। । চিহ(টি বোঝাত লাঠি। ধনুকের ছিলার চিত্রও ব্যবহার করা হত।

এইবার তিনি সমস্ত মন দিয়ে লিপি আবিষ্কারের কাজে নামলেন। ১৯২৫ সালে অলচিকি লিপির আবিষ্কর্তা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন। সাঁওতালি ভাষার একটি নিদা(ণ অভাব পূর্ণ হল। এই লিপিতে সাঁওতালি ভাষা পঠন-পাঠন হতে লাগল নানা শি(া স্তরে। মর্য্যাদা সম্পন্ন সৎ ও পরিশ্রমী সংযত চরিত্রের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য এবং দূরবস্থা তাঁকে বেদনা দিত। এই ে(ত্রে তিনি সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নিলেন। বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষ জনদের একত্রিত এবং জাগ্রত করতে অলচিকি লিপির প্রচারে তিনি ভাষা আন্দোলন গড়ে তুললেন। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, শি(ক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার।

তাঁর অলচিকি লিপিতে আছে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ভাগ—সব মিলিয়ে পঁয়ত্রিশটি অ(র নিয়ে এই বর্ণমালা। যতি চিহ(ইত্যাদি নিয়ে মোট ৫০টি লিপি অলচিকিতে পাওয়া যায়। সহজ সরল সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মত জটিলতাহীন অলচিকি লিপি কম্পিউটার জাতীয় যন্ত্রের প(অনায়াস ব্যবহার যোগ্য। একটি কথা বলা দরকার। রঘুনাথের জীবনে তাঁর সম্পর্কিত মামা সাওনা মুরমুর ভূমিকা বিশাল। সাঁওতাল সমাজে তাঁর স্থানও উঁচুতে। 'দিশম পড়ম হাড়াম' অর্থাৎ 'দেশের দাদুভাই' হিসেবে তিনি পরিচিত। ত্র(মে পণ্ডিত রঘুনাথ হয়ে উঠলেন এই বিরাট জনগোষ্ঠীর আলোর দিশা, সাঁওতালি ভাষাভাষীর মধ্যে একতার দূত, এবং প্রতিবাদী পু(ষ।

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ সালে প্রায় সাতাত্তর বৎসর বয়সে পরিশ্রমী মানুষটির মৃত্যু হয়।

আনন্দের কথা এই যে ২০০২ সালে, ডিসেম্বর মাসে রঘুনাথের অলচিকি লিপি এই বিশ্বের প্রচলিত লিপির তালিকায় জায়গা পায়। এ কম সম্মানের কথা নয়। আবার ২০০৩ সালে ডিসেম্বর মাসে আমাদের দেশের সংবিধানের ৮ম তফশিলীতে সাঁওতালি ভাষা জায়গা করে নেয়।

পণ্ডিত রঘুনাথের অসম্ভব পরিশ্রমে এবং চেষ্টায় সাঁওতাল সমাজ ফিরে পেতে থাকে গৌরব বোধ, তাঁদের গান, নাচ, এবং ভাষার জন্য ভালবাসা। সবার উপর আদিবাসী সমাজের মধ্যে একতা।

তাই দেশের আশা—এই সমাজ সম্মান মর্য্যাদায় মাথা উঁচু করে এসে নিজেদের সততা ও সংস্কৃতি নিয়ে গতিময় করে তুলুক মূল ধারাকে। শোষণ মুক্তি(র মশালকে আরও উজ্জ্বল ক(ক। ছুড়ে ফেলে দিক যত সব কুসংস্কারের শিকলকে। ভুললে চলবে না, হুল বিদ্রোহকালে তাঁদের লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল অ-আদিবাসী যত গরীব মানুষ— তাই ত হুল বিদ্রোহ মহাবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। রূপ নিয়েছিল সামন্তবাদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে।

এইভাবেই বাঁচিয়ে রাখা যাবে পণ্ডিত রঘুনাথের স্বপ্ন—উন্নতি ঘট্‌বে গোটা দেশের সঙ্গে নিজ সমাজের।

স্মরণে রাখা প্রয়োজন—এই বৎসরই ২০০৫ পণ্ডিত রঘুনাথের জন্ম শতবর্ষ—এই বৎসরই হুল বিদ্রোহের দেড়শ বৎসর।

সূত্রঃ (ক) পশ্চিমবঙ্গ — মার্চ, ২০০৫
(খ) সংবাদ (দৈনিক) — শ্রী মতিলাল কিস্কু লিখিত সাহিত্য
(গ) রঘুনাথ বিষয়ক প্রবন্ধ ও অলচিকি আন্দোলন নামক গ্রন্থ— লেখক ডঃ শান্তি সিংহ

প্রেরকের প্রতি

প্রিয় প্রেরক,

প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ার শেষে সুখবর পাওয়া যাচ্ছে বর্ষা আসছে। এর ফলে চলবে খারিফ চাষের কাজ। চাষবাস পুরোদমে শুরু হলে কেন্দ্র পরিচালনায় একটু অসুবিধা দেখা দেয়। অনেকের কাছেই শুনতে পাই এই সময় পড়ুয়ারা কম আসে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর অনেকেরই পড়াশুনো করতে ইচ্ছে করে না। সে জন্যই কেন্দ্রের কাজের কিছু রদবদল আবশ্যক হয় যাতে সারাদিনের খাটনির পরেও পড়ুয়ারা একটু আনন্দ একটু গল্পগাছা করবার জন্যও যাতে কেন্দ্রে আসতে আগ্রহী হন। এই জটিল সময়ে প্রেরকের ভাবনা চিন্তা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ওপরই নির্ভর করে তিনি পড়ুয়াদের আকর্ষণ করতে পারছেন কিনা। এই সময়গুলিতে গল্প গাছার মাধ্যমে নানা আলোচনার বিষয় আনা যেতে পারে। যেমন ধরা যাক এই যে ভয়াবহ গরম সকলকে ভোগ করতে হল, শতাধিক লোক মারা গেল। ঘটনা তো আমাদের রাজ্যেই ঘটল না, সারা ভারতে এমনকি সারা পৃথিবীতে গরম বেড়ে যাচ্ছে। কি তার কারণ? আমরা মানুষজন কি ভুল করছি। এখন আমাদের কি করণীয়। এখনও সময় আছে আমাদের ভুলগুলি সংশোধন করার। এই ভয়াবহ গরমের মধ্যেই পেরিয়ে গেল বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন। এই বিশেষ দিনগুলির কথা প্রেরককে স্মরণে রাখতে হবে যাতে ঠিক দিনে ঠিক সময়ে বিষয়গুলি আলোচনায় আসে।

আপনারা সকলেই জানেন যে জুলাই মাসের মাঝামাঝি অরণ্য সপ্তাহ পালিত হয়। এই অরণ্য সপ্তাহ পালনের জন্য আপনারা কেন্দ্র হতে কি করতে পারেন তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করতে পারেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, গ্রাম-শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কমিটির সদস্যগণ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সাথে একত্রে বসে। আমরা যখন কেন্দ্রে যাই অথবা শহরে আসলে আমাদের কাছে যারা আসেন তাদের কাছে শুনতে পাই যে অনেকেই অনেক রকম কাজ করেছেন বা করার পরিকল্পনা করেছেন। যেমন পড়ুয়াদের বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ, প্রাথমিক বিদালয়ে ছাত্রভর্তি, ধোঁয়াহীন চুল্লী তৈরি, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলির গৃহীত অর্থনৈতিক কাজকর্ম ইত্যাদি। অনেক প্রেরক স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় বা শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে মিড-ডে মিল রান্নার জন্য ধোঁয়াহীন চুল্লী করে দিয়েছেন। এই খবরগুলি আপনারা যদি লিখিতভাবে আমাদের কাছে জানান তাহলে আমরা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে জানাতে পারি যে আপনারা সমাজের কত রকম কাজ করছেন। আপনাদের এবং আপনাদের পড়ুয়াদের কাছ হতে মাঝে চিঠিপত্র আসছিল আমরাও চিঠির ঝাঁপি শুরু করেছিলাম কিন্তু আবার তা কমে গেছে। আপনাদের লেখা, আপনাদের চিঠি আমাদের কাছে আসলে ভাল লাগে।

শুভেচ্ছাসহ
সচিব,
বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায় প্রয়াত

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায় ২৯শে জুন রাতে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। কিছুকাল যাবত তিনি কঠিন অসুখে ভুগছিলেন। তাঁর তিন ছেলে ও এক মেয়ে বর্তমান। পেশীবহুল দেহের অধিকারি মনতোষ রায় শুধু বাংলার নয়, ভারতেরও গর্ব করার মত মানুষ ছিলেন। ১৯৪৬ সালে নাগপুরে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় তিনি ভারতশ্রী উপাধি পান। সবচেয়ে বড় সম্মান আসে তার পরে ইংল্যাণ্ডে ১৯৫১ সালে। এখানে শ্রেষ্ঠদেহী মানুষদের যে প্রতিযোগিতা হয় সেখানে তিনি বিশ্বশ্রী উপাধি পান। জীবনভর নানা ব্যায়ামাগারে তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন বহু যুবককে। অনেকগুলি সংগঠনের সাথেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রয়ানে সকলে শোক জ্ঞাপন করেছেন।

পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর স্মৃতিতে তপসিল জাতি-উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বর্ধমানে দুটি বিদ্যালয়

তপসিল জাতি-উপজাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুটি আবাসিক বিদ্যালয় বর্ধমান জেলায় হবে। আদিবাসী মানুষদের ভাষার অলচিকি লিপির সৃষ্টি করেছিলেন পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু। তাঁর জন্মের ১০০ বছর উপলক্ষে নানা জায়গায় নানা অনুষ্ঠান, আলোচনাসভা ইত্যাদি চলছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তপসিল জাতি উপজাতি কল্যাণ বিভাগ সারা রাজ্যে কয়েকটি আবাসিক বিদ্যালয় খুলছেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ওখানেই থাকবেন। তাঁদের দেখভাল সরকার করবেন। শিক্ষকগণও ওখানেই থাকবেন। এই বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রী একই বিদ্যালয়ে পড়বে। এর ৭৫ ভাগ পড়ুয়া হবে তপসিল উপজাতি, ১৫ ভাগ তপসিল জাতি, ৫ ভাগ অনুন্নত শ্রেণীর, ২ ভাগ মুসলিম সম্প্রদায়ের এবং বাকীরা গরিব সাধারণ ছাত্রছাত্রী হবে। এরকম ২টি বিদ্যালয় বর্ধমান জেলায় হবে ঠিক হয়েছে। একটি হবে আউশগ্রাম ২নং ব্লকে ভালকির কাছে সাহেব ডাঙ্গায় আর ১টি হবে দুর্গাপুরের ফুলঝোড় এলাকায়। এই বিদ্যালয়গুলি চালু করার প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। গত ১৯শে জুন ভালকির বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রী উপেন কিস্কু। অনেক বিশিষ্টজন ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

৫ই জুন, ২০০৫ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

৫ই জুন, ২০০৫ সারা পৃথিবীর সাথে আমাদের দেশেও বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হল। পৃথিবীতে এখন নানা সমস্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা পরিবেশ দূষণের। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বাড়ছে। আর তার সাথে সাথে বাড়ছে মানুষের নানা রকম চাহিদা। মানুষের এই চাহিদা পূরণের জন্যই পরিবেশের ভারসাম্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাটির তলার জলস্তর নেমে যাওয়া, মাটির ক্ষয়, বাতাস দূষিত হওয়া, শব্দ দূষণ প্রভৃতির মাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে সম্প্রতি যেটা হয়েছে তা হল পৃথিবীর তাপমাত্রা আগের থেকে বেড়ে যাচ্ছে আর বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

এইসব কারণে পরিবেশের ভারসাম্য যদি না থাকে এবং সুস্থ পরিবেশ যদি না গড়ে ওঠে তাহলে পৃথিবীতে মানুষ সুস্থভাবে বাঁচতে পারবে না। তাই সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে এবং মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে প্রতি বছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে পালন করা হয়। দিনটি পালন করলেই হবে না। আমাদের সকলকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে তবেই পৃথিবীতে সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠবে।

যুব বাস্কেট বলের রাজ্য প্রতিযোগিতা হল বর্ধমানে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা হল বর্ধমানের শ্রী অরবিন্দ স্টেডিয়ামে। প্রতিযোগিতা শুরু হয় ৮ই জুন, চলে ১২ই জুন অবধি। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও শিল্প ও শিল্প পুর্নগঠন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী নিরুপম সেন। প্রতিযোগিতার ফাইনালে পুরুষ বিভাগের খেলায় বর্ধমান হুগলীকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। অপরদিকে মহিলা বিভাগে দঃ চব্বিশ পরগণা হাওড়াকে হারিয়ে জয়ী হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জয়ী দলের সদস্যদের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প মন্ত্রী শ্রী বংশগোপাল চৌধুরী। এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রতিযোগী ও সাধারণ মানুষদের উৎসাহ ছিল প্রবল।

ভর্তিযোগ্য সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করুন

আন্দামানের কাছে ব্যারেন দ্বীপে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি হঠাৎ জীবন্ত

বঙ্গোপসাগরের অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে গঠিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। চারদিকে জল দ্বারা বেষ্ঠিত ভূমিকে বলে দ্বীপ। এরকমই একটি দ্বীপ ব্যারেন আইল্যাণ্ড (দ্বীপ)। এখানে মানুষজন কেউই বাস করে না। এখানে আছে একটি আগ্নেয় গিরি। ভারতে সম্ভবত যে দুটি আগ্নেয়গিরি আছে এটি তার একটি। আগ্নেয়গিরি হল এমন এক ধরনের পাহাড় যেখান থেকে হঠাৎ ভয়াবহভাবে উত্তপ্ত গ্যাস, বিশাল বিশাল পাথরের টুকরো আর গলিত লাভা বেরিয়ে চারপাশকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়। মাটির তলায় যখন ভয়াবহ চাপ তৈরি হয় তখন তলার পাথর, নানা গ্যাস, আর ভেতরে সৃষ্টি হওয়া লাভা পাহাড়ের চূড়া ফাটিয়ে বের হতে শুরু করে। এই দ্বীপের আগ্নেয়গিরি বেশ কিছুদিন একেবারে ঘুমন্ত ছিল। সকলেই ভাবছিলেন যে আর বোধ হয় এ জাগবে না। কিছুদিন হল হঠাৎই এই আগ্নেয়গিরি হতে ভয়ানক গরম গ্যাস, শিলাখণ্ড আর গলা লাভা বেরতে শুরু করেছে। যারা ভূবিজ্ঞানী তাঁরা দূর থেকে এর দিকে নজর রেখেছেন। এমনকি অনেক উঁচু দিয়ে এরোপ্লেনে ঘুরে তাঁরা বোঝবার চেষ্টা করছেন যে গ্যাস এবং গরম লাভা বের হচ্ছে তার গতি প্রকৃতি কি। এখনও এই লাভা স্রোত সমুদ্রে মেশেনি পাহাড়ের গায়েই পড়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে।

প্রখ্যাত ক্রিকেট তারকা মুস্তাক আলি প্রয়াত

অতীতের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় সৈয়দ মুস্তক আলি গত ১৭ই জুন, ২০০৫ প্রয়াত হলেন। মুস্তাক আলি ছিলেন মূলত ব্যাটসম্যান। তাঁর ব্যাটিং নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। এমন সব শট তিনি মারতেন যেগুলি ছিল নিয়মভাঙা এবং দুঃসাহসী। বিদেশের মাঠে প্রথম ভারতীয় হিসাবে মুস্তাক আলি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে সেঞ্চুরী করেন। এই কৃতিত্ব তাঁর আগে আর কেউ দেখাতে পারেননি। মুস্তাক আলির জন্ম ১৯১৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ইন্দোর এর এক সাধারণ পরিবারে। মাত্র ১৯ বছর বয়সেই তিনি জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পান। এরপর কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ভারতীয় দলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। খেলোয়াড় হিসাবে তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর ভারত সহ পৃথিবীর সমস্ত ক্রিকেট খেলিয়ে দেশের প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটার, ক্রিকেট প্রেমী সাধারণ মানুষ সহ দেশের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং গভীর শোক জ্ঞাপন করেছেন।

একনাথ সোলকার প্রয়াত

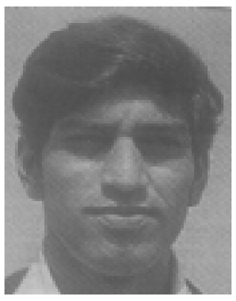

প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা একনাথ সোলকার ২৬শে জুন, ২০০৫ প্রয়াত হলেন। ব্যাটিং, বোলিং এর থেকেও ক্রিকেট প্রেমী মানুষ সোলকারকে মনে রেখেছেন তাঁর দুর্দান্ত ফিল্ডিং-এর জন্য। ব্যাটসম্যানের খুব কাছেই তিনি ফিল্ডিং করতেন। এখনকার মত তখন সারা শরীরে এত ঢাকাঢুকির ব্যবস্থা ছিল না। তাই ঝুঁকিও ছিল বেশি। তাঁর ছিল মনের জোর, মনের একাগ্রতা আর কঠিন দুটি হাত। তখনকার দিনের বিখ্যাত যারা স্পিন বোলিং করতেন তাঁরা বলতেন সোলকার না থাকলে তাঁদের এত উইকেট পাওয়া সম্ভব হত না। ১৯৬৯ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম টেস্ট ম্যাচটি খেলেন। মোট ২৭টি টেস্ট তিনি খেলেছিলেন। বেশ কয়েকটি একদিনের ম্যাচও খেলেছিলেন। কয়েকটি টেস্ট উইকেটও তার দখলে ছিল। সোলকারের মৃত্যুতে দেশের প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটার সহ ক্রিকেট ভালোবাসেন এমন সাধারণ মানুষও শোকাহত।

ধাঁধা

পাঠিয়েছে রাধানাথ দাস পড়ুয়া, দে পাড়া ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্র, বর্ধমান ১নং পঞ্চায়েত সমিতি।

১। স্বামী-স্ত্রী দুজনে ট্রেনে যাবে বলে টিকিট কেটে স্টেশনে আসে। স্টেশনে ট্রেন আসামাত্র তাড়াহুড়োয় ভীড়ের মাঝে তাঁরা দুজন দুটি আলাদা আলাদা কামরায় উঠে পড়েন। টিকিট ছিল স্বামীর কাছে। ট্রেন ছাড়ার পরে চেকার এসে স্ত্রীর কাছে টিকিট চান। স্ত্রী বলে আমার কাছে নেই, অন্য কামরায় আমার স্বামীর কাছে আছে। চেকার বলে তোমার স্বামীর নাম কি? স্ত্রী বলে স্বামীর নাম বলতে নাই। কিন্তু ওর নাম হল ৩১৮। চেকার বুদ্ধি খাটিয়ে স্বামীকে খুঁজে টিকিট পেলেন। এখন আপনারা বলুন স্বামীর নাম কি?

২। একটি সেতুর উপর দিয়ে ২০ টন জিনিস নিয়ে লরি যেতে পারে। কিন্তু একটি লরিতে মাল ছিল ২০ টন ৫০ গ্রাম। ড্রাইভার বুদ্ধি খাটিয়ে লরির মালের ওজন না কমিয়ে লরি পার করল। ড্রাইভার কি বুদ্ধি খাটাল?

[নিউ মধুবন শিশুশিক্ষা কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পূর্ণিমা বনিক (চক্রবর্তী) কর্তৃক লেখা ও সুরে গাওয়া এই গানটি শুনে মুগ্ধ হয়ে মহকুমা শাসক, কালনা এটি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়েছেন। তাঁর আশা গানটি সকলকে উৎসাহিত করবে।]

ও- - - - - -ও- - - - - আ - - - - - আ - - - - -
আমাদের শিক্ষা নিকেতন,
সবুজ সরল শিশু হেথা ভরা নিরন্তন,
খোলা মাঠের ধারে, ইস্টিশনের গায়ে
নিউ মধুবন শিশুশিক্ষা কেন্দ্র মোদের নাম

আজ আমার কেন্দ্র উদ্বোধন, তাই আজ
আমরা সবাইকে জানাই, হৃদয়ের
অভিনন্দন সুস্বাগতম —ও- - - -ও- - - আ - - - আ
আমাদের শিক্ষা নিকেতন।

মোদের স্নেহের ছোঁয়ায় তারা
পাবে আশার আলো,
সেই আলোরই হাসি দেখতে
লাগবে মোদের ভালো
লাগবে মোদের ভালো।

পিছিয়ে নয় এগিয়ে এসো
ওগো অবোধ শিশুগণ
সব কিছুই আজ দূরে রেখে
শিক্ষাতে দাও মন গো
শিক্ষাতে দাও মন—
ও- - - - - -ও- - - - - আ - - - - - আ - - - - শিক্ষানিকেতন

তোমরা যে আজ উত্তরসুরী
আগামী দিনের ভবিষ্যৎ
আগামী দিনের নাগরিক,
এই আমাদের আশা,
এই আমাদের ভরসা
এই আমাদের দিশা—
ও- - - - - -ও- - - - - আ - - - - - আ
আমাদের শিক্ষা নিকেতন।

জুন, ২০০৫ সংখ্যার শব্দ নিয়ে খেলার উত্তর

পাশাপাশি ঃ- পটল/বেদ/ক্ষীর/নব/বলাই/লব/মামা/মই

উপরনীচঃ- পবন/লক্ষ্মী/দলাইলামা/রব/বল/বক/আম/মাঝি

সত্ত্বাধিকারী, বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি, কোর্ট কম্পাউণ্ড, ডাকঘর + জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১ এর পক্ষে শ্রী বিনোদ কুমার, সচিব, বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি কর্তৃক উক্ত ঠিকানা হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
মুদ্রণঃ জেলা পরিষদ প্রেস, জেলা + ডাকঘর - বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১। সম্পাদক শ্রী বিনোদ কুমার, সচিব, বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি।